ছাগলের বাচ্চা প্রতিপালন

ভূমিকা

ছাগল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ সম্পদ। 'গরিবের গাভী' বলে পরিচিত ছাগল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম উৎস। দেশে প্রাপ্ত প্রায় দুই কোটি ছাগলের অধিকাংশই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের, কিছু যমুনাপারি ছাগলও এদেশে পাওয়া যায়। দ্রুত প্রজননশীল, উন্নত মাংস ও চামড়ার জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিশ্ব বিখ্যাত। কিন্তু এর বাচ্চার মৃত্যুর হার ট্রপিক্যাল অঞ্চলে খুবই বেশি (৩০%)। মৃত্যুর প্রধান কারণ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন না হওয়া; কম বয়সের পাঁঠাকে কম বয়সের পাঠীর সাথে পাল দেয়া; সুষম খাবার সরবরাহ না করা এবং সঠিকভাবে গর্ভবতী ছাগী ও বাচ্চার যত্ন না নেয়া ইত্যাদি। বাচ্চা পালনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বাচ্চা পালনের পূর্বে করণীয় বিষয়সমূহ

গর্ভকালীন সময়ে গর্ভাস্থায় বাচ্চার যত্ন ঃ গর্ভকালীন সময়ে গর্ভাবস্থা বাচ্চার যত্ন প্রকৃতপক্ষে গর্ভবতী মায়ের যত্নের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মেনে চলা উচিত।

- গর্ভবতী ছাগীর খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আনা যাবে না। যেমন- কোনো ছাগী যদি কাঁচা ঘাসে অভ্যস্ত থাকে তাকে হঠাৎ ইউএমএস দেয়া যাবে না। এতে ছাগীর খাদ্য গ্রহণ তথা পুষ্টি সরবরাহ কমে যায়। ফলে অনেক সময় ছাগীর প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া দেখা দিতে পারে।

এতে মা ও বাচ্চা উভয়ই মারা যেতে পারে।

- গর্ভবতী ছাগীকে নিম্নমানের আঁশ জাতীয় খাবার (শুকনো অপ্রক্রিয়াজাত খড়, নাড়া, খুব বয়স্ক শক্ত ঘাস) দেয়া যাবে না। এতে পুষ্টির অভাবে প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া অথবা প্রলাপ্স হতে পারে।
- গর্ভবতী ছাগীর দানাদার খাদ্যে প্রয়োজনীয় ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশ্রিত করতে হবে এবং দানাদার খাদ্যকে সমান দুভাগে ভাগ করে সকালে ও বিকালে দুবার সরবরাহ করতে হবে।
- গর্ভবতী ছাগীকে গর্ভের ৪ সপ্তাহ বয়সে ১-২ মি. লি. ভিটামিন AD_3E এবং গর্ভের ১৯ সপ্তাহে ১-১.৫ মি. লি. ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ইনজেকশন দিয়ে বাচ্চার ভিটামিন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রাপ্তি সাপেক্ষে ছাগীকে কোসট্রিডিয়াল ভ্যাকসিন দিয়ে মায়ের জরায়ু প্রদাহ, বাচ্চার আমাশয়, টিটেনাস ইত্যাদি রোধ করতে হবে।
- গর্ভের শেষ চার সপ্তাহ ছাগীকে স্থানান্তর বা অন্য কোনো ধরনের মানসিক বা শারীরিক পীড়নযুক্ত (Stressful condition) অবস্থায় রাখা যাবে না।
- গর্ভবতী ছাগীকে পাঁঠা থেকে আলাদা রাখতে হবে। ঠাসাঠাসি অবস্থায় অনেক গর্ভবতী ছাগী এক সাথে রাখা যাবে না।

প্রসবের সময় মা ও বাচ্চার ব্যবস্থাপনা

- সম্ভাব্য প্রসবের তারিখের ২/৩ দিন আগ থেকেই ছাগীর প্রসবের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।
- প্রসবের লক্ষণ (যেমন- প্রসব বেদনা, ব্যথার কারণে ছাগী ওঠা-বসা করবে, যোনিদ্বারে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা দেবে, ছাগীর ওলান দুধে ভরে উঠবে) প্রকাশ হওয়ার পর ছাগীর কাছে উপস্থিত থেকে তাকে প্রসবে সহায়তা করতে হবে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাধারণত ২-৪ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। একটি বাচ্চা হওয়ার পর যদি আরো বাচ্চা থাকে তাহলে ছাগী পুনরায় প্রসবের প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী বাচ্চা প্রসব করবে।
- এ সময় কাছাকাছি পরিষ্কার শুষ্ক খড়, স্যালাইন গোলানো পানি, নাভী কাটার কাঁচি বা ছুরি, আয়োডিন (যেমন- পভিসেপ) বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ রাখতে হবে। তাছাড়া ছাগীর খাবারের জন্য চাল/ভুট্টা/গম এর জাউ রাখতে হবে।
- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীরে বিশেষত নাকে শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে বাচ্চার শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তা করতে হবে।
- পায়ের ক্ষুর এবং নাভি কাটার (শরীর থেকে দুই আঙ্গুল নিচে) পর সেখানে টিংচার-অব-আয়োডিন দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে। প্রয়োজনে শুকনো খড় বা গামছা দিয়েও বাচ্চাকে দ্রুত পরিষ্কার করা যেতে পারে।

- বাচ্চাকে মোটামুটি পরিষ্কার করে দ্রুত শালদুধ খাওয়াতে হবে। প্রসবের প্রথম তিন দিন যে দুধ পাওয়া যায় তাকে সাধারণত শালদুধ বলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বাচ্চা যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ দুধের তুলনায় এই দুধে প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ বেশি থাকে।

ছাগলের সাধারণ দুধ ও শাল দুধের পুষ্টিমান (%)

দুধ	মোট শুষ্ক পদার্থ	চর্বি	প্রোটিন	লেক্টোজ	খনিজ
সাধারণ দুধ	১৪.৬১	৪.৮৫	৩.৫৮	৫.২২	১.৪৪
শাল দুধ	২০.৩০	৪.৫০	৯.১০	৪.৫০	১.৯০

- শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০° সে. এর নিচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাঁপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ স্থানে (তাপমাত্রা ৩০° সে.) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ছাগীকে স্যালাইন গোলানো পানি (প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবণ) ২-৩ লিটার হারে পান করতে দিতে হবে। ছাগীকে এ সময়ে জাউসহ ভাল ঘাস সরবরাহ করতে হবে।
- ছাগলের প্রসবে যদি কোনো ধরনের অসুবিধা হয় তবে এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ খামারি বা প্রয়োজনে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে।

বাচ্চা প্রসবের পর করণীয় বিষয়সমূহ

সদ্য প্রসূত বাচ্চার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ঃ সদ্য প্রসূত বাচ্চার সমস্যা প্রধানত পুষ্টি, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং সংক্রামক রোগ।

পুষ্টি

সদ্য প্রসূত বাচ্চার পুষ্টির অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে শক্তি (energy)। যদিও প্রোটিনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান বাচ্চার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বাচ্চার জন্মের প্রথম কয়েকদিন (এক সপ্তাহ) বেঁচে থাকার জন্যই অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। এ সময়ে বাচ্চার শরীরে যদি মজুদ শক্তির পরিমাণ কম থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় শক্তি খাদ্যের মাধ্যমেই সরবরাহ করতে হবে। এ সময়ে বাচ্চার একমাত্র খাদ্য হচ্ছে মায়ের দুধ। ওজন ভেদে বাচ্চার ২৫০-৪৫০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ প্রয়োজন। তবে বাচ্চা দুর্বল হলে বিশেষত ১ কেজি এর নিচে ওজন হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২০-৪০ গ্রাম পরিমাণ চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ স্টমাক টিউব দিয়ে দিনে ৩ থেকে ৪ বার খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মায়ের দুধ অপর্যাপ্ত হলে অন্য ছাগলের দুধ, পাউডার মিল্ক ও গরুর দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানোর আগে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমনঃ

- ফিডার, নিপলসহ আনুষাঙ্গিক জিনিস ফুটন্ত পানিতে রেখে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- কখনোই ঠান্ডা বা বাসি দুধ খাওয়ানো যাবে না।
- যিনি দুধ খাওয়াবেন তার হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন।

সরণি ২ ঃ বয়স ও ওজন ভেদে বাচ্চার (০-৪ মাস) প্রয়োজনীয় খাদ্য (গ্রাম)

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	মায়ের দুধ (সাকলিং)/ বিকল্প দুধ	দানাদার খাদ্য	কচি ঘাস/লতা পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
০	১.৫	২৯০	-	-	-
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমাণ	-
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০	প্রায় ১০ গ্রাম
৯	৫.০	৫৫০	৪০	১৭৫	৩০
১০	৫.৪	৫০০	৫০	২০০	৩০
১২	৬.১	২০০	৯০	৩০০	৪০
১৪	৬.৯	১০০	২০০	৪০০	৭০
১৬	৭.৭	-	২০০	৫০০	১০০

শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

বাচ্চার ক্ষেত্রে ওজনের তুলনায় শরীরে পরিধির আয়তন বয়স্ক ছাগীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি। ফলে বাচ্চা তার শরীর থেকে বয়স্ক ছাগীর তুলনায় বেশি হারে তাপ হারায়। যদি বাচ্চার এই তাপ হারানোর পরিমাণ শরীরে উৎপাদিত তাপের চেয়ে বেশি হয় তবে বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক (১০২° ফা. বা ৩৮.৮° সে.) থেকে দ্রুত নীচে নামতে থাকে। ১০০° ফা. (৩৭.৭° সে.) তাপমাত্রায় বাচ্চা কাঁপতে শুরু করে এবং যখন তাপমাত্রা ৯৮° ফা. (৩৬.৬° সে.) এ পৌঁছায় তখন বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে এক সময় মারা যায়। এ ধরনের মৃত্যুকে হাইপোথারমিয়া বা শীতলতাজনিত মৃত্যু বলে। যে সব কারণে বাচ্চার শরীরের তাপ উৎপাদনের চেয়ে তাপ হারানোর হার বেশি

অর্থাৎ হাইপোথারমিয়া হয় এবং সে কারণে খামারে ৩৫-৫৫% বাচ্চা মৃত্যুর জন্য দায়ী তা নিম্নের ছকে দেখানো হলো। এই অবস্থায়, বিশেষত শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০° সে. এর নিচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাঁপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ স্থানে (তাপমাত্রা ৩০° সে.) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে। এ কারণে তাপ সরবরাহের জন্য চতুষ্কোণ বৈদ্যুতিক ব্রুডার/বৈদ্যুতিক হিটার বা বাল্ব/কিড বক্স ব্যবহার করতে হবে। মাসহ বাচ্চাকে ব্রুডারের নিচে ৭ দিন পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। এরপর ব্রুডার থেকে সরিয়ে ফ্লোরে খড়ের ওপর চট বিছিয়ে দিতে হবে। ঘরে কৃত্রিম আলো এবং বেশি ভোল্টের বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনীয় তাপ ও আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য ঘরে থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটার রাখতে পারলে ভালো।

ছাগলের বাচ্চার হাইপোথারমিয়া বা শীতল হয়ে যাওয়ার কারণ এবং এর প্রতিকার বর্ণনা করা হলো

কারণ	*প্রতিকার*
• ক্ষীণ দুর্বল, কম (১ কেজি বা তার চেয়েও কম) ওজনের বাচ্চা	• গর্ভাবস্থায় ছাগীকে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা • কমপক্ষে ১৫ কেজি বা তর্ধ্ব ওজনের ছাগীকে প্রজননে ব্যবহার করা
• জন্মের পর দীর্ঘক্ষণ (৪-৬ ঘন্টা) পর্যন্ত শাল দুধ না খাওয়ানো	• বাচ্চাকে জন্মের আধা ঘন্টার মধ্যেই শাল দুধ খাওয়ানো এবং তা প্রতি ঘন্টায় খাওয়ানো নিশ্চিত করা • দুর্বল বাচ্চাকে শাল দুধ খেতে সহায়তা করা
• ভিজা অবস্থায় ঠান্ডা বাতাসে বাচ্চাকে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা	• জন্মের পরপরই বাচ্চাকে দ্রুত শুকিয়ে রোদে বা গরম স্থানে মা সহ স্থানান্তর করা
• বাচ্চার দুধের প্রাপ্তি কম হওয়া	• মায়ের পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা যা তার দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে • প্রয়োজনে বাচ্চাকে অন্য ছাগলের/গরুর দুধ অথবা মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো • বাচ্চাকে স্টমাক টিউব বা সিরিঞ্জ দিয়ে চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ (২০-৪০ গ্রাম) খাওয়ানো
• শীতকালে (তাপমাত্রা <২০° সে.) শীতের কারণে	• বাচ্চাকে ল্যাম্প ব্রুডার বা বাচ্চার খাঁচায় রেখে গরম করা

সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ

বস্তুত বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে এর কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। সাধারণত মায়ের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা এন্টিবডি বাচ্চা শালদুধ গ্রহণের ম্যাধমে পেয়ে থাকে। বাচ্চার অন্ত্রে ১২ ঘন্টার পর থেকে শালদুধে বিদ্যমান অ্যান্টিবডি শোষণের হার কমে যায়। এজন্য জন্মের পর থেকে অন্তত ১২ ঘন্টা পর্যন্ত বাচ্চাকে বারে বারে শালদুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে। মায়ের শালদুধের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এজন্য নিম্নের ৩নং টেবিলে বর্ণিত নিয়মে বাচ্চাকে বিভিন্ন টিকা দিতে হবে। ছাগলের বাচ্চার রোগসমূহের মধ্যে অন্যতম রোগ হচ্ছে ডায়রিয়া। এ ক্ষেত্রে বাচ্চা পাতলা পায়খানা করে, অনেক সময় পায়খানার সাথে রক্তও যেতে পারে। সাধারণত ডায়রিয়ায় পানিশূন্যতা অথবা রক্ত প্রবাহে জীবাণুর বিষ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাচ্চা মারা যায়। এ ক্ষেত্রে বাচ্চাকে দিনে ৩/৪ বার খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া যেতে পারে। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, বাচ্চার ডায়রিয়া নিরাময় ৯০ ভাগই নির্ভর করে বাচ্চার যত্নের

ওপর এবং ঔষধের ভূমিকা মাত্র ১০ ভাগ। অনেক সময় বাচ্চার আমাশয় হয়। এই রোগ ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স টাইপ-বি নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণ বুঝা যাওয়ার আগেই বাচ্চা মারা যায়। সাত দিনের কম বয়সী বাচ্চার সাধারণত নিউমোনিয়া হয় না। তবে অনেক সময় দুর্বল বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময় কিছু পরিমাণ দুধ শ্বাস নালীতে চলে গেলে সেখানে ইনফেকশন হয়ে নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছু টের পাওয়ার আগেই বাচ্চা মারা যায়। এজন্য দুর্বল বাচ্চাকে বোতলে দুধ না খাইয়ে স্ট্রমাক টিউব দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

সারণি ৩ : বাচ্চার বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদান

রোগ	৩য় দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ				
ক্ষুরা রোগ			১ম ডোজ (পলিভ্যালেন্ট টিকা)			
পিপিআর				১ম ডোজ		
গোটপক্স					১ম ডোজ	
অ্যান্টারোটক্সিমিয়া						১ম ডোজ

বাচ্চাকে খাসী করানো

ছাগলের খামারে সাধারণত ৫০ঃ ৫০ অনুপাতে পুরুষ ঃ স্ত্রী বাচ্চার জন্ম হয়। প্রজননের জন্য খামারে ১০ঃ ১ অনুপাতে ছাগী ঃ পাঁঠার প্রয়োজন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না এ ধরনের পুরুষ বাচ্চাকে খাসী করানো যেতে পারে। পাঁঠাকে নিম্নোক্ত উপায়ে খাসী করানো যায়। যেমন- বার্ডিজো পদ্ধতি এবং অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি।

বার্ডিজো ক্যাসট্রেটর পদ্ধতি ঃ দুই/তিন সপ্তাহের বাচ্চার অন্ডকোষের উপরের অংশের স্পারমোটিক কর্ড বা অন্ডকোষ নালীকাকে বার্ডিজো ক্যাসেট্রেটরের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে ছিঁড়ে দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন উপজেলা পশুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে এ পদ্ধতিতে খাসী করা যায়।

অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ঃ এ ক্ষেত্রে ২-৪ সপ্তাহ বয়সী বাচ্চার অন্ডকোষ কেটে খাসী করানো হয়।

বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো

- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যেই দুধ ছেড়ে দেয়।
- বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যেই সাধারণত ৩-৪ কেজি ওজন হয়। এই সময় তাদের ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম করার শক্তি পুরোপুরি হয় না। এ সময় ৪নং সারণি অনুসারে বাচ্চাকে খাওয়ানো যেতে পারে।

সারণি ৪ ঃ দুধ ছাড়ানোর আগে ও পরে বাচ্চার খাদ্য

বয়স (মাস)	বাচ্চার ওজন (কেজি)	দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)	দুধ (প্রতিদিন/বাচ্চা) (গ্রাম)	দানাদার খাদ্য	কাঁচা ঘাস
১-১.৫	২-২.৫	৫০	৫০-১০০	৩০০-৪০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ (মায়ের সাথে চরানো)
১.৫-২	২.৫-৩	৬০	১০০-২০০	৪০০-৫০০	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ (মায়ের সাথে চরানো)
২-২.৫	৩-৪	৬০	২০০-২৫০	৪০০-৫০০	৩০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ (ডাল জাতীয় ঘাস/পাতা যেমন ইপিল ইপিল, খেসারি, দুর্বা ইত্যাদি)
২.৫-৩	৪-৫	৫৫	২৫০-৪০০	১০০-২০০	৫০ গ্রাম	ঐ
৩-৪.৫	৫-৬	৫০	৩৫০-৪০০	-	১০০ গ্রাম	ঐ

পাঁঠা বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর থেকেই পাঠী বাচ্চা থেকে আলাদা রাখতে হবে। ৮-৯ মাস বয়সে পাঁঠা বাচ্চাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে ১২ মাস অর্থাৎ ১ বছর বয়সের পরই ব্যবহার করা উত্তম। যখন তার ওজন হবে ১৬-১৮ কেজি।

সারণি ৫ : ছাগল বাচচার সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

উপাদান	মিশ্রণ-১ (%)	মিশ্রণ-২ (%)	মিশ্রণ-৩ (%)
চাল ভাঙা	২৫	-	-
গম ভাঙা	-	৩০	-
ভুট্টা ভাঙা	-	-	৩০
মাসকালাই/খেসারি ভাঙা	২৫	১৫	২০
গমের ভূষি/টেঁকি ছাঁটা বা আটা কুঁড়া	২৫	২৫	২৫
সয়াবিন খৈল	১৬	২০	১৫
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২	২	-
ফিসমিল	-	-	২
সয়াবিন তেল	১	১	১
চিটাগুড়	৪	৫	৫
লবণ	১	১	১
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০	১০০

(প্রতি কেজি মিশ্রণে সম্ভাব্য প্রোটিন প্রায় ২০০ গ্রাম এবং বিপাকীয় শক্তি প্রায় ১১ মে. জুল, বিপাকীয় প্রোটিন ৬৭ গ্রাম।)

জন্মের ১৫-২০ দিন পর থেকেই ছাগল ছানাকে আঁশ জাতীয় খাবার যেমন, কাঁচা ঘাস ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করাতে হবে। সাধারণত দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শেষে ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়াতে হয়। একটি বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক ০.৫-০.৭ কেজি পানি পান করতে পারে। তবে কাঁচা ঘাস বেশি পরিমাণ খাওয়ালে পানির পরিমাণ কম লাগবে। ইউএমএস বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় এবং কাঁচা ঘাস মিশিয়ে বা আলাদাভাবে খাওয়ানো যেতে পারে।

উপসংহার

গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চাই পরবর্তীকালে অধিক উৎপাদনক্ষম ছাগী অথবা উন্নত কৌলিক গুণ সম্পন্ন পাঁঠা অথবা খাসীতে (মাংস) পরিণত হয়। তাই বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন অথবা উন্নত কৌলিক গুণ সম্পন্ন পাঁঠা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাচ্চা থেকেই শুরু করতে হবে এবং এই লক্ষ্যেই বাচ্চা পালন এবং এর বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অতীব প্রয়োজন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান ও সালমা আখতার